মুজিবনগরে হেরোইনসহ তাঁতী লীগ নেতা বীর আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে ১ গ্রাম হেরোইনসহ উপজেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম আহবায়ক আশাদুজ্জামান বীর কে আটক করেছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলা বল্লবপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক বীর খেজমত আলীর ছেলে।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, আশাদুজ্জামান বীর হেরোইন নিয়ে তারা বাসায় অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক শাহাজালাল খাঁনের নেতৃত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তল্লাশি চালিয়ে তার বাড়িতে এক গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ সময় তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়। আটকের পর তার নামে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানায় তাকে সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম তাকে আটক করে মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছে। তাকে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে প্রেরন করা হবে।

মহানবীর (সা.) ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল

রাষ্ট্রীয় মদদে ফ্রান্সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার রাত ৯ টায় উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের নওয়াপাড়া বাজারে ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় মদদে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা:কে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে বিশ^ মুসলিমের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত দেয়া হয়েছে। ফলে পুরো মুসলিম উম্মাহই বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে রাসুলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বৈশ্বিক জঙ্গিবাদ সৃষ্টির পাঁয়তারা ছাড়া আর কিছু নয়। বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের হৃদয়ের ক্ষত মুছতে হলে অবিলম্বে ব্যঙ্গচিত্র প্রত্যাহার ও বিশ^ মুসলমানদের কাছে ফ্রান্সকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে সারা দুনিয়ার মুসলমানরা রাজপথে নেমে আসবে।

নওয়াপাড়া বাজারের ব্যবসায়ী লালু মিয়া বলেন, আগামি বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় কেউ যেন ফ্রান্সের পতাকা উত্তোলন না করে এজন্য সকলের দৃষ্টি কামনা করেন।

এসময় স্থানীয় মসজিদের ইমাম জাহিদুল ইসলাম, নওয়াপাড়া বাজার সাধারন সম্পাদক আরাফাত হোসেন,মিনাজুর রহমান মিলন,আরিফুল ইসলাম,জাহাঙ্গীর আলী,কালু মিয়া সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সীমান্তে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

রবিবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৭ টায় ধলা মাঠ এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লে: কর্নেল ফরহাদ হারুন চৌধুরী জানান, ধলা বিওপি’র টহল কমান্ডার হাবিলদার মোঃ

সোলায়মান হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ধলার মাঠ নামক স্থানে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ২কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। উদ্ধারকৃত দুই কেজি গাঁজা আনুমানিক মূল্যে প্রায় ৫৬ হাজার টাকা।

উদ্দেশ্যে প্রণোদিত মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদানের অভিযোগ

উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে মেডিক্যাল প্রতিবেদন দেওয়ায় হয়রানির শিকার হচ্ছেন কাঞ্চন খাতুন (৫৫) নামের এক বয়স্ক নারী। অথচ মাথায় ১৫টি সেলাইয়ের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। উল্টো দিকে কোন ক্ষত না থাকলে বিবাদী পক্ষকে সুবিধা দিতে গুরতর জখমের প্রতিবেদন দিয়েছেন লোপা সাহা নামের এক চিকিৎসক।

অভিযুক্ত লোপা সাহা মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেকক্সে ইমার্জেন্সী মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর ওই প্রতিবেদনের ফলে ভুক্তভোগী কাঞ্চন খাতুন উপযুক্ত বিচার পাচ্ছেন না। পক্ষান্তেও, বিবাদীর পক্ষে মামলায় তিনি হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

এ ঘটনায় পুন:প্রতিবেদনের জন্য মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী কাঞ্চন খাতুন।

আবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিরোধী পক্ষের কাছে টাকা খেয়ে হত্যার উদ্যেশ্যে করা মারাক্তক আঘাত কে সাধারণ ক্ষত বলে মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ করেন। ঘটনাটি ঘটে গত ৩০/০৩/২০২০ ইং তারিখে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চলতি বছরের গত ৩০ মার্চ কাঞ্চন খাতুনের স্বামী আইয়ুব হোসেন ক্রয় জমি দখলের চেষ্টা করছেন তাদের শরিক

জামিরুল ইসলাম, গোলাম হোসেন, শফিকুল ইসলাম, শমের আলি, সজিব জমি দখল করে নেওয়ার জন্য বেড়া দিচ্ছেন। এ সময় তিনি বাধা দিলে তাকে হত্যার উদ্যেশ্যে দখল কারীরা হামলা করেন। এতে কাঞ্চন খাতুনসহ তার স্বামী গুরুতর আহত হলে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। এ সময় করোনা পরিস্থিতিতে আদালতে বন্ধ থাকায় মামলা দায়ের করা সম্ভব হয়নি। পরে ১৪/০৭/২০২০ তারিখে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেন যার সি.আর নং- ৬৫/২০।

মামলার সুরতহালের জন্য মেডিক্যাল রিপোর্ট চাইলে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডা. লোপা সাহা সাধারণ ক্ষত উল্লেখ করে মেডিক্যাল রিপোর্ট দেন। কিন্তু কাঞ্চন খাতুনের মাথায় দুটি ক্ষতস্থানে ১৫ টি সেলাই হয়। তা সত্ত্বেও মেডেক্যাল অফিসার ডা. লোপা সাহা সাধারণ ক্ষত উল্লেখ করে মেডিক্যাল রিপোর্ট দেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, উল্টোপক্ষে টাকার বিনিময়ে গুরতর ক্ষতের পরিবর্তে বিরোধী পক্ষের ব্লেডে কাটা একটি সেলাই এবং ১২ বছর আগে দাত ভাঙাটিকে এখনকার বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

তবে অভিযুক্ত চিকিৎসক লোপা সাহা অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

কাঞ্চন খাতুনের আইনজীবী আব্দুল আলিম জানান, বিবাদীর পুত্র সন্তান না থাকায় তারা দুই মেয়ের নামে জমি দান করেন। এটা তাদের শরিকরা মেনে নিতে না পেরে জমি দখলে চেষ্টা করেন। বাধা দিলে তারা হামলা চালিয়ে কাঞ্চন ও তার স্বামী আইয়ুবকে রক্তাক্ত জখম করে। যেখানে কাঞ্চনের মাথায় ১৫টি সেলাই হয়। অথচ চিকিৎসক সাধারণ জখম বলে চালিয়ে দেন। কিন্তু বিবাদি পক্ষের সাধারণ ক্ষত হলেও তাদের গুরতর জখম হিসেবে প্রতিবেদন দিয়েছেন।

ফলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের বাদি পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন আদালতে জমা দেয়। যে কারণে আমরা নারাজি দিয়ে পুনরায় তদেন্তর আবেদন করি। আদালত আমাদের আবেদনের ফলে সিআইডি পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন জানান, এ সংক্রান্ত একটি আবেদন পেয়েছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের মডেল ইউনিয়ন হবে কুতুবপুর- চেয়ারম্যান প্রার্থী সেলিম রেজা

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন আমাদের কুতুবপুর। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনাদের দোয়া ও সমর্থনে যদি চেয়ারম্যান হতে পারি তাহলে মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলবো এই ইউনিয়নকে।

স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরেও আমাদের এই ইউনিয়নে তেমন কোন উন্নয়নের ছোয়া পড়েনি। আমি আপনাদের সন্তান, আপনাদের পাশে থেকে সেবা করতে চাই। রবিবার সন্ধায় সদর উপজেলার রুদ্রনগর গ্রামে নির্বাচনী গণসংযোগ কালে এসব কথা বলেন কুতুবপুর ইউনিয়নের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী সেলিম রেজা।

তিনি আরও বলেন, আমি যেমন আপনাদের কাছে এসে আপনাদের সমস্যার কথা গুলো জানি। আমি আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত হলে সমস্যার সমাধান গুলোও করে চেষ্টা করবো।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, আওয়ামিলীগ নেতা আবদুস সাত্তার, সভাপতিত্বে শোলমারী গ্রামের ইউপি সদস্য আখতারুজ্জামান, শহিদুল ইসলাম ফুরকান, যুবলীগ নেতা আরিফুর রহমান, মশিউর রহমান কালু ,আখতারুজ্জামান,আব্দুল মান্নান, নুরুল হক,জহিরুল ইসলাম পল্টু, তোফাজ্জেল হোসেন,আবুল হাসেম।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আওয়ামী লীগ নেতা ও শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল জাব্বার।

আমঝুপিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর আয়োজনে রবিবার বিকালে আমঝুপি নীলকুঠি চত্বরে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাঠ দিবসে উফসী আউস ধানের নতুন জাতের ফলাফল ও ফলন বিষয়ে চাষীদের মধ্যে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা দিপক কুমার সাহা, উপজেলা কৃষি অফিসার নাসরিন পারভীন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মমতাজ পারভিন ও তাহেরা ফেরদৌস।
অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে এলাকার শতাধিক চাষী উপস্থিত ছিলেন ।

গাংনীর রামনগরে যুবলীগের জিয়ার বল প্রদান

গাংনী উপজেলার ৪ নং বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ফুটবল খেলোয়াড়দের মাঝে বামন্দী ই্উনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়ারুল হক একটি ফুটবল প্রদান করেছে।

গতকাল শনিবার বিকালে রামনগর ফুটবল মাঠে বল প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর ওয়ার্ডেও ইউপি সদস্য মোঃ হাবিল, সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ পান্না, ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম এছাড়াও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর ভিন্ন অভিযোগ

বড় ভাই মোমিনের উপর অভিমান করে মাঠে গিয়ে বিষ পান করে ছোট ভাই ওমর ফারুক । এ ঘটনা ভিন্ন দিকে ঘুরাতে এবং স্বামীকে শাসন করার জন্যই মা সাবিনা খাতুন স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ‘বাবা কর্তৃক ছেলের মুখে বিষ ঢেলে দেয়ার।

এ গল্প এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় নানা গুঞ্জন। স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের কারণে এক রকম প্রতিশোধ নিতেই ছেলের মুখে বিষ ঢেলে দেয়ার বানোয়াট কথা প্রচার করা হয়েছে বলে অবশেষে স্বীকার করেন শিশু ওমর ফারুকের মা সাবিনা খাতুন। এখন নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হচ্ছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে ২০ অক্টোবর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শহড়াতলা গ্রামের ভিটাপাড়ায়।

বিষপান করে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে শিশু ওমর ফারুক প্রকৃত ঘটনা জানান এলাকাবাসীর কাছে, তার বড় ভাই মোমিন একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। কারণে অকারণে মাঝে মধ্যেই মারধর করতো ওমর ফারুক কে।

ঘটনার দিন তাকে মারধর করে বড় ভাই। বড় ভাইয়ের ওপর ক্ষোভ করে বাড়ির পাশের একটি মাঠে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বিষের বোতলে পানি ঢেলে ঝাকিয়ে সেই পানি পান রে। এ সময় মা সাবিনা খাতুন বাড়ি ছিলেন না। পরে মা এসে বাবার নামে বিভিন্ন অভিযোগ করেন এবং আমার মুখে বিষ ঢেলে দিয়েছে বলে প্রচার করেন। আমার বিষপানের কথা শুনে আমাকে ঘরে আটকিয়ে রাখে আমার বাবা মজিবর রহমান। ঘন্টা খানেক পর আমার বড় বোন এসে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমার বড় বোন না আসলে আমার মৃত্যু হয়ে যেত বলেও জানায় ওমর ফারুক।

তবে এলাকাবাসীরা জানায়, মজিবর রহমান স্ত্রী সাবিনার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে আসছে। তবুও নিজের মানসম্মান ঘুছিয়ে মজিবর রহমানের সংসার করছে সাবিনা খাতুন। প্রতিবেশিরা আরো জানায় সাবিনাকে রেখে তার স্বামী মজিবর একাধিক বিয়ে করেন। যার ফলে সাবনিার ওপর চলে অমানসিক নির্যাতন।

সাবিনা খাতুন জানান, আমার চার ছেলে-মেয়ের সংসার। আমার স্বামী মজিবর আমার ওপর কারণে অকারণে প্রায় নির্যাতন চালাতো। প্রায় নয় মাস আগে আমাকে সাবল দিয়ে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় এবং আমার পেটে সাবল দিয়ে আঘাত করে। তারপরে সে আমাকে বাবার বাড়ি তাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়াও অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক আছে বলেও মিথ্যা অপবাদ দেয়। এ কারণেই স্বামীকে শাসন করার জন্যই ছেলের মুখে বিষ ঢেলে দেয়ার কথা বলেছি।

ওমর ফারুকের বাবা মজিবর রহমান জানান, স্ত্রী সাবিনা খাতুনের বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। এমন বিষয় নিয়ে পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতিতে অভিযোগ করা হয়। সেখানে নিজের দোষ স্বীকার করে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করবে মর্মে স্বীকার করলে সাবিনাকে বাড়ি আনা হয়।

কিন্তু ছেলের বিষপানের কারণে স্ত্রী পুরাতন হিসেব করবে তা জানা ছিল না। তার হুমকির কারণে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়। তবে স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে শিশু সন্তানদের নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি ভালো নয় বলে জানান এলাকাবাসী।

মেহেরপুরে নতুন ২ জন সহ করোনা মোট আক্রান্ত ৬৮২ জন

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে একজন মুজিবসগর উপজেলার অপর একজন মেহেরেপুর সদরের বাসিন্দা।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১৫ জনের। আর পজেটিভ আসে ২ জনের। তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত জেলা থেকে সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৭৪০ টি, ফলাফল এসেছে ৪৬৬২ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬৮২ জন, সুস্থ্য-৫৮৪ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৮ (সদরে-১৯, গাংনীতে- ৫, মুজিবনগরে- ৪) জন।

ভিন্ন সূূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মুজিবনগর কেদারগন্জের আব্দুল হাই (৫৬), মেহেরপুর শহরের মন্ডলপাড়ার আবুল বাশার (৫৫)।

মেহেরপুরে সাংবাদিকের ক্যামেরা ভাংচুর ও মারধর করলেন সমাজসেবা উপপরিচালক

মেহেরপুরে ডিবিসি’র জেলা প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ ও বাংলাদেশ রয়টার্স এর জেলা প্রতিনিধি জাকির হোসেনকে মারধর করে ক্যামেরা ভাংচুর করেছে জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আব্দুল কাদেরসহ কয়েকজন। রবিবার দুপুরে সমাজসেবা অফিসেই পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে এই হামলার শিকার হন সাংবাদিকরা।

হামলার শিকার সাংবাদিক আবু আক্তার বরণ ও জাকির হোসেন জানান, আমরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য জেলা সমাজ সেবা অফিসে যায়। পরে সমাজ সেবা কর্মকর্তা আব্দুল কাদের গোপন কক্ষে নিয়ে আটকিয়ে রাখে। পরে আব্দুল কাদের একই অফিসের প্রবেশন অফিসার সাজ্জাদ হোসেন ও আব্দুল কাদের এর ব্যক্তিগত ড্রাইভার মিলন সহ বেশ কয়েকজন আমাদের মারধর করে ক্যামেরা ভেঙে দেয়।

পরে মেহেরপুর সদর থানার একটি দল গিয়ে সাংবাদিকদের উদ্ধার করে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় আব্দুল কাদের, সাজ্জাদ হোসেন, মিলন শেখসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তি ব্যবস্থা নেওযা হবে।
এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান জানান, আমি বিষয়টা শুনেছি। বিস্তারিত জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/এমএফআর